‘ফ্রিল্যান্সিং’ বলতে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ না করে, একই সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করা বোঝায়। যারা এসব মুক্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত তাদের ‘ফ্রিল্যান্সার’ বলা হয়। এটি একটি স্বনিযুক্ত বা স্বনির্ভর পেশা। এই পেশায় প্রতিটি কাজের ওপর নির্ভর করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কাজ সাধারণত দীর্ঘকালব্যাপী হয় না। কার্যকর্তার স্বাধীনতা এই পেশার প্রধান একটি দিক।

ফ্রিল্যান্সিং পূর্ণকালীন হতে পারে, আবার খণ্ডকালীনও হতে পারে। সাধারণত বড়ো কোনো প্রজেক্টের জন্য পূর্ণকালীন কাজের দায়িত্ব নেওয়া হয়। ফ্রিল্যান্সার নিজের পরিশ্রম ও সময়ের পরিমাণ অনুযায়ী তার প্রাপ্য অর্থ নির্দিষ্ট করে।

বর্তমান যুগে এই পেশার চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ধরনের কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলে বাড়িতে বসে কাজ করেই অর্থ উপার্জনের সুবিধা রয়েছে এই পেশায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সারদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে তাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সময়ের দিক থেকে স্বাধীনতা থাকে। নির্দিষ্টভাবে সময় বেঁধে দেওয়া হয় না।

এই পেশায় অনেক সময় দেখা যায় প্রচলিত চাকরি থেকে ফ্রিল্যান্সারদের বেশি আয় করার সুযোগ থাকে। তাছাড়া কাজের সূত্রে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে তাদের কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পায়।

ফ্রিল্যান্সিঙের কাজের ক্ষেত্র বা পরিধি:

ক. লেখালেখি: কন্টেন্ট রাইটিং, ছোটো গল্প বা প্রবন্ধ লেখা, অনুবাদের মতো কাজ ফ্রিল্যান্সারদের দিয়ে করানো হয়ে থাকে।

খ. সাংবাদিকতায় ফ্রিল্যান্সারের বেশ চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পত্রিকায় লেখালেখি, চিত্রগ্রহণ এবং জনসংযোগ করার জন্য নানা সংগঠন ফ্রিল্যান্সারদের ওপর নির্ভর করে।

গ. গ্রাফিক্স ডিজাইন যেমন; লোগো তৈরি, ওয়েবসাইট ব্যানার, ছবি বা পিকচার এডিটিং, অ্যানিমেশন ইত্যাদির মতো ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদিত সৃজনশীল নানা কর্মের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ফ্রিল্যান্সারদের নিযুক্ত করে।

ঘ. কম্পিউটার এবং ওয়েব সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে যেমন, ওয়েবসাইট তৈরি, সফটওয়ের ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ তৈরি, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইত্যাদি কাজে ফ্রিল্যান্সারদের প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে।

ঙ. গ্রাহক-সেবা: দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহককে টেলিফোনের মাধ্যমে বা ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নানা তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তে করা।

এছাড়াও রয়েছে ফিল্‌ম্‌ মেকিং, ফটোগ্রাফি, অভিনয়, মার্কেটিং, পর্যটন, ইভেন্ট প্ল্যানিং ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিঙের সুবিধা:

ক. স্বাধীনতা: কোন ধরনের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে একজন ফ্রিল্যান্সার কাজ করতে চায় তা নির্বাচন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে তাদের। পাশাপাশি তারা নিজেদের কাজের জায়গা অর্থাৎ ওয়ার্কপ্লেস বেছে নেওয়ার সুবিধাও পায়।

খ. নিয়ন্ত্রণ: নিজের কাজের পরিমাণের ওপর সম্পূর্ণ দখল থাকে। ফলে অযাচিত কোনো চাপের সৃষ্টি হয় না।

গ. কার্যকারিতা: ফ্রিল্যান্সিঙের সবচেয়ে বড় সুবিধা যে এখানে 'ওয়র্কিং আওয়ার' বা প্রতিদিন কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে না। ফ্রিল্যান্সাররা তাদের সুবিধা অনুযায়ী নিজেদের কাজ করার সময় ঠিক করে নিতে পারে। কেউ কেউ প্রতদিন কাজ করে, আবার অনেকে শুধুমাত্র সপ্তাহান্তে বা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন বেছে নেয়।

ঘ. প্রকাশ ও বিকাশ: ফ্রিল্যান্সিঙে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী একাধিক রকমের কাজের দায়িত্ব নেওয়া হয়ে থাকে । কোম্পানি অনুযায়ী কাজের বিষয়ও হয় আলাদা আলাদা। ফলে বিভিন্ন ধরনের কাজ শেখা যায় এবং তা প্রদর্শনের মাধ্যমে একজন ফ্রিল্যান্সারের বহুমুখী প্রতিভারও প্রকাশ ঘটে।

ফ্রিল্যান্সিঙের অসুবিধা:

ক. নিশ্চয়তা: ফ্রিল্যান্সিঙে কাজের কোনো নিশ্চয়তা বা স্থিরতা থাকে না। কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজ পাওয়া যায়, আবার কখনো সঠিক গ্রাহক না পাওয়ার ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজে বিরতি পড়ে।

খ. দায়িত্ব: ফ্রিল্যান্সিং একটি স্বনির্ভর পেশা। এটি নিজস্ব একটি ব্যবসা চালানোর মতো দায়িত্বসম্পন্ন কাজ। গ্রাহক সংগ্রহ করা, সঠিক স্থানে বিনিয়োগ করা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ধরনের কাজ নিজে সামাল দিতে হয়।

গ. পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যা: ফ্রিল্যান্সিঙে এটি একটি গুরুতর সমস্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফ্রিল্যান্সার ও তার গ্রাহকের মধ্যে সংযোগ ঘটে অনলাইন মাধ্যমে। টাকা-পয়সার লেনদেনের আলোচনাও হয় সেইভাবে। ফলে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যপারে অনেক সময়েই ফ্রিল্যান্সাররা প্রবঞ্চনার স্বীকার হয়।